■ প্রতীচী ট্রাস্ট ও দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনাসভায় অধ্যাপক অমর্ত্য সেন, আম্বিয়া খাতুন, সেখ হায়দার আলি প্রমুখ। পেছনে কলেজের ছাত্রীরা। ছবি-রমিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষাই ক্ষমতায়ন করবে মেয়েদের: অমর্ত্য সেন

পুবের কলম প্রতিবেদক

একমাত্র শিক্ষাই পারে মেয়েদের ক্ষমতায়ন করতে। মেয়েদের উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে। তাই নারী শিক্ষায় জোর দিতে হবে। মঙ্গলবার সল্টলেকের একটি অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। এদিন মূলত প্রতীচী'র উদ্যোগে হাওড়ার দ্বীনিয়াত মুয়াল্লিমা কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে সৌর বিদ্যুৎ তৈরির ব্যাপারে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেখানে তিনি নারী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি সৌর শক্তির গুরুত্ব নিয়েও তিনি বক্তৃতা দেন। চিরাচরিত শক্তি ভাণ্ডার কমছে ক্রমশ। এই প্রেক্ষিতে দূষণহীন সৌর বিদ্যুৎই হাতিয়ার। আগামী দিনে শক্তির উৎস হতে চলেছে যেটি, সেই সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনেই অবহেলা করছে কেন্দ্র সরকার। যেখানে প্রতিবেশী চিন, বাংলাদেশ অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। ক্ষুধা সূচকে ভারতকে পিছনে ফেলে প্রতিবেশীরা এগিয়ে যাচ্ছে। আবার শক্তি উৎপাদনেও তাই। তাহলে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কোন খাতে? স্বভাবতই বিষয়টি নিয়ে নিরাশ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। মঙ্গলবার সল্টলেকে নিজের নামাঙ্কিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানে প্রতীচী ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে '(এম) পাওয়ারিং ইন্ডিয়া: সোলার সলিউশনস' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমর্ত্য সেন। সেখানে বক্তব্য দিতে গিয়ে অধ্যাপক সেন বলেন, 'সৌর বিদ্যুতের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু দেশ প্রথম থেকেই খুব সচেতন। ভারতের প্রতিবেশী বাংলাদেশ ও চিন এক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছে। আমাদের সেটা হয়নি। পিছিয়ে গিয়েছি আমরা। তবে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এ ক্ষেত্রে আমাদের অন্যদের (প্রতিবেশী দেশ) দিকে তাকাতে হবে। অন্যরা কী করছে জানতে হবে।' এ প্রসঙ্গে নোবেলজয়ী সেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত নতুন প্রজন্মের গবেষক ও পড়ুয়াদের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ হিসাবে নানা দেশে পেট্রোল, গ্যাস উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশে তার ঘাটতি রয়েছে। কিন্তু সেই ঘাটতির কথা ভাবতে গেলে হবে না। আমরা যথেষ্ট সূর্যের আলো পাই। তা খুব কম দেশের লোকেরা ভালোভাবে পায়। সুতরাং এ দেশে 'বিকল্প'

➤ এরপর চারের পাতায়